

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আহমদ হুফা: মানবিক ও দার্শনিক চিন্তার অগ্রপুরুষ শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে আহমদ হুফা: মানবিক ও দার্শনিক চিন্তার অগ্রপুরুষ শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করেছে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট কবি অসীম সাহা। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের লোকসংগীতের অনন্য শিল্পী ফকির আলমগীর। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ।

স্বাগত ভাষণে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জনশিক্ষা বিভাগের কীপার ড. শিহাব শাহরিয়ার বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরকে ১৪ জন বরণ্য ব্যক্তিবর্গের জন্ম/মৃত্যু বার্ষিকী পালনের নির্দেশনা প্রদান করেছে। সেই সেমিনারমালার অংশ হিসেবে আজ আমরা আয়োজন করেছি বহুমাত্রিক চেতনার মানুষ আহমদ হুফা স্মরণে ‘আহমদ হুফা: মানবিক ও দার্শনিক চিন্তার অগ্রপুরুষ শীর্ষক’ শীর্ষক সেমিনার। আমরা মনে করি আজকের আয়োজনে থেকে বাংলাদেশি বিশিষ্ট লেখক, ঔপন্যাসিক, কবি ও চিন্তাবিদ আহমদ হুফার সম্পর্কে জানা অজানা অনেক কথা জানতে পারব।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনে কবি অসীম সাহা বলেন, আহমদ হুফা বাংলার এক কিংবদন্তি লেখক। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্য রচয়িতা এবং মানবিকতা ও দার্শনিকতার প্রধানতম অগ্রপুরুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে যে-সব মহান পুরুষ নিজেদের নবজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আহমদ হুফা ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন ডিরোজিওর অনুরাগী ভাবশিষ্য। দার্শনিক বার্ত্রান্ড রাসেল ছিলেন তাঁর দার্শনিক গুরু। তিনি তাঁর লেখনী ও রাজনৈতিক আদর্শ দিয়ে মানুষকে সাম্যের সমাজ গড়ে দেয়ার যে দর্শনের দীক্ষা নিয়েছিলেন বামপন্থী রাজনীতিক-লেখকদের কাছ থেকে। মানুষের কল্যাণে কাজ করার মধ্য দিয়েই তাকে লালন ও ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। মানবিকতার কাছে দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে আহমদ হুফা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণে বেছে নিয়েছেন গ্রামীণ পটভূমিকে। জীবিত থাকাকালে আহমদ হুফার প্রথাবিরোধিতা, স্পষ্টবাদিতা এবং নিজস্ব দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য লেখক ও বুদ্ধিজীবী এবং অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন বিশেষভাবে আলোচিত ও বিতর্কিত। তাঁর মতো সাহসী লেখক ও বুদ্ধিজীবী এ-সমাজে সত্যিই বিরল। বস্তুত আহমদ হুফা এক বহুমুখী চরিত্র। ব্যক্তিজীবনে যেমন, তেমনি লেখকজীবনে। তবে এক ধরনের অস্থিরতা তাঁর চিন্তাকে সবসময় সুশৃঙ্খল করতে পারেনি। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে সকল সীমাবদ্ধতা সত্যেও বাংলাদেশ তথা বাংলাসাহিত্যে আহমদ হুফার অবদানকে গৌণ করে দেখা যাবে না!

প্রধান বক্তার বক্তব্যে অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, কালের এক বহুমাত্রিক মানুষ, বহুমাত্রিক গুণে গুণান্বিত এক ব্যক্তি আহমেদ হুফা। অত্যন্ত পরিপাটি ভাবে প্রবন্ধটা তৈরি করা হয়েছে। অসম্ভব প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন তিনি। শিক্ষা বঞ্চিত শিশুদের তিনি ‘অ’ ‘আ’ শিখাতেন। কোন প্রতিদান ছাড়াই নিজেকে সবার মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। তিনি সবসময় স্বপ্ন দেখতেন এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। সমাজের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার দিকটাকে সরিয়ে ফেলে এক আলোকিত দেশ গড়ার স্বপ্ন তিনি দেখতেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে লোকসংগীতের অনন্য শিল্পী ফকির আলমগীর, আহমদ হুফার বিভিন্ন বিখ্যাত গানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন অসংখ্য গান তিনি লিখেছেন। আহমদ হুফার স্মরণে তাঁর বিখ্যাত গান ‘ঘর করলাম না, সংসার করলাম না’ এই গানটির কিছু অংশ গেয়ে উপস্থিত দর্শকদের শোনান। তিনি বলেন, তার বিখ্যাত গান গুলো আমাদের উচিত আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা, বেশি বেশি প্রচার করা।

সভাপতির ভাষণে জনাব মো. রিয়াজ আহম্মদ প্রথমেই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন প্রবন্ধকার বিশিষ্ট কবি অসীম সাহা কে তাঁর এই অসাধারণ প্রবন্ধের জন্য। আজকের এই আয়োজনে অন্ত্যন্ত সুন্দর ভাবে আহমেদ হুফার জীবনী তুলে ধরা হল। জাদুঘর সবসময় চেষ্টা করে বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্যকে সবার মাঝে তুলে ধরতে। এসব আয়োজনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

উল্লিখিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিটি আপনার বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ/প্রচার করার জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

ড. শিহাব শাহরিয়ার
কীপার, জনশিক্ষা বিভাগ
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর

বার্তা সম্পাদক/ বার্তা পরিচালক

ঢাকা